দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 JUN 1990
পৃষ্ঠা ১ ৪

আজ ডাকসু ও ১৪টি হল সংসদ নির্বাচন

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

আজ বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৪টি হল সংসদ নির্বাচন। শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সকল আয়োজন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে ভিপি ও জিএসসহ ২০টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৮৯ জন প্রার্থী। ১৪টি হল সংসদের ১৬৮ টিতে প্রার্থী

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

আজ ডাকসু ও ১৪টি হল সংসদ নির্বাচন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছেন ১০৪০ জন। ডাকসুর ভিপি পদে ৩১ জন এবং জিএস পদে ২৯ জন ভোটযুদ্ধে নেমেছেন।

এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ২৭ হাজারের উপরে। গতকাল পর্যন্ত আরও নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছিল।

আজ সকাল সাড়ে সাতটা থেকে ১৪টি আবাসিক হলে একযোগে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হবে। একটানা বেলা দু'টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে।

ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর কড়া পুলিশ প্রহরায় ব্যালট বাক্স গুলি কলা ভবনের ভোট গণনা কেন্দ্রে নিয়ে আসা হবে।

কলাভবনের ভোট গণনা কেন্দ্রে ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু হবে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় এবং হল সংসদের ভোট গণনা শুরু হবে রাত ১০টায় সরা রাত ধরে ভোট গণনার কাজ চলবে। ভোট গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কলাভবনের গণনা কেন্দ্র থেকে কাউকে বাইরে আসতে দেয়া হবেনা।

ডাকসু নির্বাচন উপলক্ষে আজ ও আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ক্লাশ বন্ধ থাকবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে ক্যাম্পাসে কোন হাঙ্গামা না ঘটে সেজন্য ক্যাম্পাসে অভূতপূর্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গতকাল থেকে ক্যাম্পাসের ভিতর সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শাহবাগ, নীলক্ষেত, পলাশীর মোড়, চানখাঁরপুল ও হাইকোর্ট মাজারের মোড়ে পুলিশ চেকপোষ্ট বসিয়েছে। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩০ প্লাটুন পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আজ পরিচয়পত্র ধারী ছাত্র–ছাত্রী এবং সাংবাদিক ছাড়া আর কাউকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

ডাকসুতে ২০টি প্যানেল

এবারের ডাকসু নির্বাচনে ২০টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুশতাক–স্বপন পরিষদ (৯টি ছাত্র সংগঠন), আমান–খোকন পরিষদ (জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল), আলম–কামরুল পরিষদ (মুজিববাদী ছাত্রলীগ), বাবুল–নাসির পরিষদ (ছাত্র ইউনিয়ন), বুলবুল–কামাল পরিষদ (জাতীয় ছাত্রলীগ), আমিন–মুজিব পরিষদ (ইসলামী ছাত্র শিবির), ফয়জুল–ফারুক পরিষদ (তিন দলীয় বাম জোট), আমিন–মিন্টু পরিষদ (ছাত্র ঐক্য সমিতি), হান্নান–হাবীব পরিষদ (জাতীয় ছাত্র ঐক্য), রেজা–আরিফ পরিষদ (রব জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগ), আওয়াল–হাসান পরিষদ (বিপ্লবী ছাত্র মঞ্চ), মনসুর–রেজাউল পরিষদ (জাতীয় ছাত্র দল) ও সামাদ–বখতিয়ার পরিষদ (ইসলামী ছাত্রসেনা)।

ছাত্র জোট ও সংগঠনগুলির মধ্যে ৯টি ছাত্র সংগঠন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (হা–অ), ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয় ছাত্রলীগ ও ইসলামী ছাত্র শিবির ডাকসু ও হল সংসদের সব কটি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে ৪টি প্যানেলের মধ্যে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে ৯টি ছাত্র সংগঠনের মুশতাক–স্বপন পরিষদ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের আমান–খোকন পরিষদ, ছাত্রলীগের (হা–অ) আলম–কামরুল পরিষদ ও ছাত্র ইউনিয়নের বাবুল–নাসির পরিষদ।

গতকালের ক্যাম্পাস

সপ্তাহব্যাপী সরব নির্বাচনী প্রচারণার পর গতকাল ক্যাম্পাস ছিল শান্ত। নির্বাচনী প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রায় সব প্যানেলের পক্ষেই গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল বের করতে দেখা যায়। তবে মিছিলে শ্লোগানের পরিবর্তে ছিল করতালি। সব মিছিলের সামনেই প্রার্থীরা ছাত্র–ছাত্রীদের দিকে হাত তুলে "ভি" (ভিক্টরী) চিহ্ন দেখান।

মিছিল ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণা চালান। গতকাল দুপুরে টিএসসির মোড়ে একটি প্যানেলের ভিপি ও জিএস প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রুটের বাস থামিয়ে ছাত্র–ছাত্রীদের কাছে ভোট চাইতে দেখা যায়।

স্বাধীনতার পর সপ্তম ডাকসু নির্বাচন

এবারের ডাকসু নির্বাচন হবে স্বাধীনতার পর ৭ম ডাকসু নির্বাচন। স্বাধীনতার পর গত ১৮ বছরে মোট ছয়বার ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ভিপি ও জিএস নির্বাচিত হন তৎকালীন ছাত্র–ইউনিয়ন নেতা মুজা–হিদুল ইসলাম সেলিম ও মাহবুব জামান। ১৯৭৩ সালের ডাকসু নির্বাচন ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনায় পন্ড হয়ে যায়। এরপর ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ডাকসুর কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

১৯৭৯ সাল থেকে আবার পর পর তিন বছর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ ছাত্রলীগ নেতা মাহমুদুর রহমান মান্না ও আখতারুজ্জামান ১৯৭৯ ও ৮০ সালে অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে পর পর দুবার যথাক্রমে ভিপি ও জি এস নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে ভিপি ও জিএস নির্বাচিত হন আখতারুজ্জামান ও জিয়াউদ্দীন আহমদ বাবলু।

১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারীর পর ডাকসুর স্বাভাবিক কার্যক্রমে আবার ছেদ পড়ে। দীর্ঘ সাত বছর বিরতির পর গত বছরের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত হয় ডাকসু নির্বাচন। নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রার্থী হিসাবে ডাকসুর ভিপি ও জিএস নির্বাচিত হন সুলতান মোঃ মনসুর আহমদ ও মুশতাক হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের নির্বাচিত সংস্থা হিসাবে ডাকসুর যাত্রা শুরু ১৯৫৩ সালে। এর আগে ডাকসুর নাম ছিল ঢাকা ইউনির্ভাসিটি ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন।

ডাকসুর প্রথম ভিপি ও জিএস ছিলেন যথাক্রমে এস এ বারী ও জুলমত আলী খান। বিভিন্ন সময়ে যারা ডাকসুর নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের অনেকেই আজ জাতীয় রাজনৈতিক অঙ্গনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এদের মধ্যে রয়েছেন জনাব কে এম ওবায়দুর রহমান, রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, তোফায়েল আহমেদ, আসম আবদুর রবপ্রমুখ।